বাংলাদেশের সংবিধান থেকে নেয়া প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য

বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ৭-এর ২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছেঃ

"জনগণের অভিপ্রায়ের পরমঅভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।"

- তৃতীয় তফসিল-শপথ ও ঘোষণা অনুচ্ছেদের ২(ক)এ বলা হয়েছে "আমি .... সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী (বা মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী) পদেও কর্তব্য বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব;

-আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

-আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

-এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথাবিহীত আচরণ করিব।"

- তৃতীয় তফসিল-শপথ ও ঘোষণা অনুচ্ছেদের ৫-এ বলা হয়েছে"আমি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়া সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, আমি যে কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে যাইতেছি, তাহা আইন-অনুযায়ী ও বিশ্বস্তার সহিত পালন করিব;

-আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব;

-আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান করিব;

এবং সংসদ সদস্যরূপে আমার কর্তব্য পালনকে ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতে দিব না।"

এখানে শুধু আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের (সা.) সুন্নাহ্‌কে প্রত্যাখ্যান করা হয়নি বরং সংসদ সদস্যরা আল্লাহ্‌র ও রাসূল (সা.)-এর প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্যের পরিবর্তে এই সংবিধানের রক্ষা, সমর্থন এবং একে টিকিয়ে রাখতে শপথ করছেন।